বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের ডিজিটাল সেবা

ই-রিক্রুটমেন্ট সিস্টেম (e-Recruitment System)

২০১৭-১৮ অর্থবছরের সবচেয়ে ফলপ্রসূ উদ্ভাবন হলো ই-রিক্রুটমেন্ট সিস্টেম। বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ এবং এর আওতাধীন বিভিন্ন প্রকল্পে নিয়মিত জনবল নিয়োগ করা হয়ে থাকে। এই সিস্টেমের মাধ্যমে নিয়োগ প্রক্রিয়াকরণ হওয়ায় আবেদনকারী এবং নিয়োগ প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ উভয়েই সুবিধা পাচ্ছে। আবেদনকারীগণ এই সিস্টেমে সরাসরি লগ-ইন করে আবেদন করতে পারছেন। এতে করে পৃথকভাবে কাগজে বা হার্ডকপিতে আবেদন করার প্রয়োজন হচ্ছে না। ফলে পোস্টাল বা কুরিয়ার চার্জ যেমন সাশ্রয় হচ্ছে তেমনি সরাসরি অফিসে এসে আবেদন জমা দেয়ার জন্য সময় ও অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে না। পরীক্ষার প্রবেশপত্রের জন্যও অপেক্ষা করতে হচ্ছে না। আবেদনকারী সরাসরি প্রবেশপত্র ডাউনলোড করে নিতে পারছেন।

অন্যদিকে আবেদন যাচাই-বাছাই এবং প্রক্রিয়াকরণের জন্য নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের যে সময় ও জনবলের প্রয়োজন হতো তা আর প্রয়োজন হচ্ছে না। ই-রিক্রুটমেন্ট সিস্টেম ব্যবহারের ফলে অনেক কম সময়েই নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে।

বঙ্গবন্ধু সেতুতে ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন পদ্ধতিতে টোল সংগ্রহ

বঙ্গবন্ধু সেতুর পূর্ব ও পশ্চিম টোল প্লাজায় গত ১৫ ডিসেম্বর , ২০২০ তারিখে পাইলটিং এর উদ্দেশ্যে ১টি করে ফাস্ট ট্র্যাক Electronic Toll Collection (ETC) লেন চালু করা হয়। পরবর্তিতে ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে এ পদ্ধতিটি বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের ডিজিটাল সেবা হিসেবে গৃহিত হয় এবং চূড়ান্তভাবে চালু করা হয়। বর্তমানে সেতুর উভয় প্রান্তে ৭টি করে মোট ১৪টি টোল কালেকশন বুথ রয়েছে। প্রতিদিন গড়ে ১৬-১৭ হাজার যানবাহন এ সেতু ব্যবহার করে থাকে। এ যানবাহনের পরিমাণ প্রতিবছর গড়ে ৮-১০% বৃদ্ধি পায়। প্রতিদিন গড়ে ১ কোটি ৬০ লাখ টাকা টোল আদায় হয়ে থাকে।এত ব্যাপক সংখ্যক গাড়ী হতে টোল আদায় করতে গিয়ে কোনো কোনো লেনে প্রায়ই ৩-৪টি গাড়ীর লাইন তৈরী হয়ে যায়। এছাড়া ইদে বা বিভিন্ন উৎসবে গাড়ীর সংখ্যা যখন ৫০ হাজার ছাড়িয়ে যায় তখন লেনে গাড়ীর লাইন অনেক দীর্ঘ হয়ে যায়। ফাস্ট ট্র্যাক লেন ব্যবহার করে টোল প্লাজায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে গাড়ী পারাপার করা সম্ভব হচ্ছে। ডাচ-বাংলা ব্যাংক লিঃ এর নেক্সাস-পে অথবা রকেট একাউন্ট এর টোল কার্ড ব্যবহার করে উক্ত

সুবিধাটি পাওয়া যায়। সুবিধাটি পেতে গাড়ীর নম্বরটি টোল কার্ডের সাথে ডাচ-বাংলা ব্যাংক এর যেকোন শাখা, ফাস্ট ট্র্যাক বা নেক্সাস-পে থেকে রেজিস্ট্রেশন করে টোল কার্ডের প্রয়োজনীয় ব্যালেন্স নিশ্চিত করা হয়। আর সহজেই ব্যবহারকারীর গাড়িতে বিদ্যমান সচল ও কার্যকর Radio-Frequency Identification (RFID) ট্যাগের মাধ্যমে টোল প্রদান করা যায়। নগদ টাকা প্রদানের জন্য কাউকে টোল প্লাজায় এক মুহূর্তও অপেক্ষা করতে হয় না; অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ও বাধাহীনভাবে ফাস্ট ট্র্যাক লেন ব্যবহার করে যানবাহনসমূহ টোল প্লাজা অতিক্রম করতে পারে।

ডিজিটাল সেবা চালুকরণ	
ডিজিটাল সেবা চালুর পূর্বে	ডিজিটাল সেবা চালুর পরে
১। টোল প্লাজায় যানবাহন আগমন। ২। নির্দিষ্ট লেনে লাইন অনুসারে দাঁড়ানো। ৩। টোল বুথে পৌছানোর পর টোল কালেক্টর কর্তৃক গাড়ির রেজিস্ট্রেশন নম্বর টাইপ করে বিআরটিএ এর ডাটাবেসের মাধ্যমে গাড়ির শ্রেণী সম্পর্কে আবগত হওয়া। ৪। গাড়ির চালককে উক্ত টোল মৌখিকভাবে অবগত করা। ৫। টোল কালেক্টর কর্তৃক প্রয়োজনীয় তথ্য সিস্টেমে প্রদান। ৬। সকল তথ্য সঠিক হলে নির্ধারিত টোল গ্রহণ, রশিদ প্রদান ও টোল ব্যারিয়ার অবমুক্তকরণ। ৭। টোল বুথ পার হওয়া।	১। টোল প্লাজায় যানবাহন আগমন। ২। গাড়ির উইন্ডশিল্ডে বসানো বিআরটিএ'র ট্যাগ **Radio-Frequency Identification** (RFID) রিডারের মাধ্যমে রিড করে গাড়ির শ্রেণী স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্ধারণ এবং সেই অনুসারে নির্ধারিত টোল সংশ্লিষ্ট ব্যাংক একাউন্ট থেকে কর্তন। কর্তনকৃত টোলের কনফার্মেশন বার্তা বুথে থাকা অপারেটর ও গাড়ির রেজিস্ট্রেশন নাম্বারের সাথে প্রদত্ত মোবাইল নাম্বারে আগমন। ৩। টোল ব্যরিয়ার উত্তোলন। ৪। টোল বুথ পার হওয়া।

তুলনামূলক বিশ্লেষণ		
	পূর্বের সেবা-পদ্ধতির ক্ষেত্রে	**বর্তমান সেবা-পদ্ধতির ক্ষেত্রে**
সময় (দিন/ঘন্টা/সেকেন্ড)	২০ সেকেন্ড	০৮ সেকেন্ড
খরচ (নাগরিক ও অফিসের)	নির্ধারিত হারে	নির্ধারিত হারে

যাতায়াত	ধীর গতিতে	দ্রুত গতিতে
ধাপ	৮	৬
জনবল	১ জন	১ জন
প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	প্রয়োজন নেই	প্রয়োজন নেই

বিবিএ ই-স্টোর ম্যানেজমেন্ট

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের দাপ্তরিক কাজে ব্যবহৃত সকল প্রয়োজনীয় সামগ্রী (যেমনঃ স্টেশনারি, গ্রোসারি, আইসিটি সংক্রান্ত যন্ত্রাংশ ইত্যাদি) বিবিএ স্টোর হতে প্রদান করা হয়ে থাকে। প্রথাগত স্টোর ম্যানেজমেন্ট অত্যন্ত সময় সাপেক্ষ। বিবিএ ই-স্টোর ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার ব্যবহার করে স্টোর ম্যানেজ করা অনেক সহজ এবং সময় সাশ্রয়ী। অনলাইন ও ক্লাউড ভিত্তিক হওয়ায় এটি অধিক নিরাপদ এবং ফ্লেক্সিবল। এই পদ্ধতিতে সেবাগ্রহিতার শুধুমাত্র একবার অনলাইন রেজিস্ট্রেশন এর মাধ্যমে লগইন করে চাহিদা প্রদান করতে পারে। দায়িত্বপ্রাপ্ত অ্যাডমিন সফটওয়্যারের মাধ্যমে স্টোরে মজুদ থাকা সাপেক্ষে যাচাই বাছাই শেষে বরাদ্দ প্রদান করে। স্টোর হতে মালামাল বরাদ্দ হওয়ার সাথে সাথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপডেট হয়ে যাবে। কোনো পণ্য স্টোরে নির্দিষ্ট পরিমাণের চেয়ে কম মজুদ থাকলে অটো অ্যালার্ম অ্যাডমিন-এর কাছে চলে যাবে। ফলে উক্ত পণ্যটি পুনরায় মজুদকরণ সহজ হবে। এভাবে ২০২০-২১ অর্থবছরে গৃহীত বিবিএ ই-স্টোর ম্যানেজমেন্ট উদ্যোগটি অফিস অটোমেশনের অংশ হিসেবে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে।

ডিজিটাল স্ক্রিনের মাধ্যমে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যক্রম প্রচার

সেতু বিভাগাধীন সংস্থা বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পসহ বিভিন্ন মেগা প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ চলমান রয়েছে। ভবনের মূল প্রবেশপথে স্থাপিত ডিজিটাল স্ক্রিনে এসকল প্রকল্পের চলমান কার্যক্রমের ভিডিওচিত্র প্রচারের মাধ্যমে জনসাধারণকে এই দপ্তরের কাজ সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে।

ডিজিটাল স্ক্রিনটি এমনভাবে স্থাপন করা হয়েছে যাতে পথচারীগণ চলাচলের পথেই এসব ভিডিও চিত্র দেখতে পারেন।

সেতু ভবনে দিক্ নির্দেশনামূলক এবং তথ্য সংবলিত ডিজিটাল বোর্ড স্থাপন

সেতু ভবনে সেতু বিভাগ, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ এবং পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পসহ বিভিন্ন প্রকল্পের অফিস রয়েছে। আগত দর্শনার্থীগণ যে কর্মকর্তার সাক্ষাৎপ্রার্থী তিনি কোন তলায় বা কোন কক্ষে বসেন তা যাতে সহজেই খুঁজে পেতে পারেন সেজন্য ভবনের নিচতলার অভ্যর্থনা কক্ষে একটি দিক্-নির্দেশনামূলক এবং তথ্য সংবলিত ডিজিটাল বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে। এই বোর্ডে সেতু ভবনস্থ বিভিন্ন অফিসের কর্মকর্তাদের নামের তালিকা, পদবী,

কত তলায় অবস্থান এবং কক্ষ নম্বর সুনির্দিষ্টভাবে প্রদর্শন করা হচ্ছে। ফলে দর্শনার্থীগণ সহজেই প্রয়োজনীয় কর্মকর্তার কক্ষটি খুঁজে পাবেন।